PRICE Rs. 10/-

শিশুভবন পত্রিকা
Sishubhavan Patrika

ন্যাশনাল কালচারাল এসোসিয়েশন এর প্রকল্প

An unit of National Cultural Association

খন্ড - ৪৫ ঃ সংখ্যা - ২ ঃ ফেব্রুয়ারী ২০২০ Website : www.nehrumuseum.org Vol- 45 : No - 2 : February 2020

জীবনী নয় - জীবনের কথা – যুগল শ্রীমল

(৮-১০-১৯১৯ - ১৮-০২-১৯৯৬)

একজন যোগী পুরুষের কি কি লক্ষণ থাকে জানি না। কিন্তু যুগল শ্রীমলকে যাঁরা দেখেছেন তাঁরা হয়ত কিছুটা আন্দাজ পেতে পারতেন। খদ্দরের জামাকাপড়, সাধারণ নিরামিষ খাওয়া দাওয়া, তক্তপোষে শোওয়া, মার্জিত কথাবার্তা - সব মিলিয়ে প্রতিদিনের জীবনধারাকে একটা সাধারণ মানুষের মত রাখাটাকেই ব্রত করে নিয়েছিলেন। অথচ চিন্তাভাবনাকে রেখেছিলেন এমন উচ্চমার্গে যে সেখানে ভারতবর্ষের অনেক তাবড় তাবড় মানুষের সঙ্গে ঘন্টার পর ঘন্টা কথা চালিয়ে যেতে পারতেন - তাঁরাও বিরক্ত হতেন না। যোগী পুরুষের বোধ হয় এটাই লক্ষণ।

যুগলবাবুকে একবার দ্যা টেলিগ্রাফ কাগজ থেকে একটা ইন্টারভিউ নেওয়া হয়েছিল। কলকাতার চার মিউজিয়ামের অধিকর্তাকেই নানান প্রশ্ন করা হয়েছিল। তার মধ্যে একটা প্রশ্ন ছিল মিউজিয়ামে যদি আগুন লাগে তাহলে আপনি মিউজিয়ামে প্রদর্শিত কোন বস্তুটি বাঁচানোর চেষ্টা করবেন। যুগলবাবু বলেছিলেন কোনটাই না, কেননা আগুন নেভানোর কাজটা ফায়ার ব্রিগেডের। আমি বরং চেষ্টা করব আর একটা নতুন মিউজিয়াম বানানোর। এ যেন গীতার সেই শ্লোকটি "দুঃখে যিনি উদ্বিগ্ন হন না, সুখে স্পৃহা নেই। রাগ ভয় ক্রোধ হীন যিনি স্তিতধী।"

এই স্তিতধী ভাবটাই যুগলবাবুকে একটার পর একটা লক্ষ্যে পৌঁছে দিয়েছিল। জাতীয় সংস্কৃতি পরিষদের মাধ্যমে দীর্ঘ পঁচিশ বছর ভারতবর্ষের নানান জায়গায় প্রদর্শনী। সচিত্র বিজ্ঞান কোষ, ম্যান এ্যান্ড হিস ওয়ার্ল্ড ইত্যাদি বই প্রকাশ, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মসূচী - নিজের ব্যবসা এবং সামাজিক দায়বদ্ধতার প্রতি সজাগ দৃষ্টি রেখেও চালিয়ে গেছেন। তারপর ১৯৭২ সালে নেহরু চিলড্রেনস্ মিউজিয়াম, তার প্রদর্শনীর মডেল তৈরী করা, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে পুতুল আনানো, বিজ্ঞানের মডেল বানানো - একটা যজ্ঞসম কর্মকান্ড। এরপরও সারা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে প্রায় নশোর মত নন ফর্মাল স্কুল, আঠারোশো টীচার, পঞ্চাশ জন পরিদর্শক, মাসিক রিপোর্ট, সেগুলি দেখভাল করার জন্য আলাদা অফিস - সব একটা মাথা থেকে বেরোচ্ছে এ কোনও যোগী পুরুষ ছাড়া সম্ভব?

এখানেই শেষ নয়। প্রশান্ত শূরের উৎসাহে একই সঙ্গে শুরু হয়ে গেল বিদ্যাসাগর শিশু একাডেমী, টয় ট্রেন এবং টেগোর মোবাইল লাইব্রেরী-প্রত্যেকটিই একজন সাধারণ মানুষের কাছে সারা জীবনের কাজ। যুগলবাবু উপেক্ষা করেছেন বয়সকে, সমালোচনাকে। অদম্য উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে উজ্জীবিত করেছেন সংসারের প্রতিটি সদস্যকে, বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন, সঙ্গীসাথী সকলকে। শরীর এবং মনে কতটা ভারসাম্য থাকলে এটা সম্ভব তা শুধু ডাক্তাররা বলতে পারবেন।

মন স্থির করার এবং শরীর সুস্থ রাখার নানান পদ্ধতি আজকের যোগীপুরুষেরা শোনাচ্ছেন। যুগলবাবু কোনও যোগ ব্যায়াম করতেন না। শুধু নিরামিষ সাধারণ খাওয়া, সংযমী জীবন যাপন আর মনদিয়ে বই পড়া- এইগুলিকে সম্বল করেই জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সুস্থ থেকেছেন এবং কাজ করে গেছেন - আজকের দিনে এটা একটা বিস্ময়ের ব্যাপার বৈকি।

টয়ট্রেন নিয়ে উৎসাহটা একটু বেশী মাত্রাতেই বোধ হয় ছিল। প্রশান্ত শূরের সভাপতিত্বে মহাকরণের রোটান্ডায় যে মিটিংগুলি হত তাতে কলকাতার বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত থাকতেন। পিয়ারলেসের বি. কে. রায় থেকে শুরু করে পুলিশ কমিশনার, সমস্ত ব্যাঙ্কের আঞ্চলিক কার্যালয়ের রিজিওন্যাল বা জোনাল ম্যানেজার, সি. এম. ডি. এ. বা মেট্রো রেলের বড় কর্তারাও উপস্থিত থাকতেন। মিটিং-এ বাকবিতন্ডা যে হোত না তা নয়। প্রশান্ত শূরের কিন্তু একটা অখন্ড বিশ্বাস ছিল যুগল বাবুর উপর। সেই বিশ্বাস থেকেই তিনি সব বিতর্ক থামিয়ে দিতেন। তাই যখন টয়ট্রেনের উদ্বোধন হল তখন উদ্বোধন করতে দুই পুরোধা পুরুষ উপস্থিত ছিলেন। জ্যোতি বসু ও প্রফুল্ল চন্দ্র সেন। নেহরু চিলড্রেনস্ মিউজিয়ামের কল্যাণে এই দুই মানুষের অন্তরঙ্গতার দৃশ্য সমস্ত মিডিয়াতেই প্রচারিত হয়েছিল। এখানেই যুগলবাবুর নিঃস্বার্থ কাজ করার সার্থকতা।

বাৎসরিক চিত্র প্রদর্শনী

জানুয়ারী মাসের দুটি সপ্তাহের পর ফেব্রুয়ারীর প্রথম শনিবার ও রবিবার আবার আয়োজন হয়েছিল বাৎসরিক চিত্র প্রদর্শনী ও প্রাচীর চিত্র অঙ্কন প্রতিযোগিতার। ১লা ফেব্রুয়ারী প্রদর্শনীর উদ্বোধন করলেন বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী অসিত পাল, বিরাজ কুমার পাল ও সুমিত দাশগুপ্ত। রবিবার তিনটি পর্যায়ের শেষ বিষয় অর্থাৎ " **আকাশ**" সংক্রান্ত প্রদর্শনী ও প্রাচীর চিত্র আঁকার কাজ শেষ হল বেলুন উড়িয়ে।

Happy Birthday To Our Little Friends..... March 2020

Manapriyadip Nath	01	Srija Sen	06	Sampurna Chattopahdyay	12
Soujanya Roy Chowdhury	01	Atyuha Chakrborty	06	Sreyan Naha	14
Mritsa Sengupta	01	Triparno Chakraborty	07	Raissa Bandyopadhyy	18
Shubhangi Goswami	03	Sarmindra Nath Sasmal	07	Jigisha Ghosh	18
Senjuti Das	03	Rishov Dasgupta	08	Aneek Chatterjee	29
		Sarthak Pal	10	Solanki Sha	31

AJOY KUMAR DUTTA
Members of
National Cultural Association
Condole the sad demise of our Founder-Member, President - National Cultural Association, who left us for his heavenly abode on 12th February 2020.
May his soul Rest in Peace.

Thank you Donors

Arpita Nandi
Crowdpullers
Dhrubojyoti Sengupta
Dr. Krishna Laskar Bandyopadhyay
Education & Health Care Foundation
Gautam Kr. Datta
Jayanta Kr. Ghosh
Krishna Devi Jalan Charitable Trust
Rumela Patra Mukhopadhyay
Rupa & Company Ltd.

South Eastern Railway *(Vigilance Organisation)*

Poster Making Competition on Fight Corruption & Promote Integrity was Organised by Nehru Children's Museum on 29th September, 2019. Senior students of Nehru Children's Museum took part in this competition. The paintings of 12 students - Gargi Dutta, Souhardya Talukdar, Srijita Sarkar, Chandrima Biswas, Anushree Sarkar, Ayush Roy, Debashree Dutta, Sourajit Panja, Christina Biswas, Sampriti Kundu, Pratyusha Dasgupta, Diprwa Roy were reproduced in their Table Calendar 2020.

Sri H. K. Mohanty, Dy. Chief Vigilance Officer (Traffic), South Eastern Railway handed over the Calendar to four of the students on the 2nd February at Nehru Children's Museum Campus - Ayush Roy, Christina Biswas, Pratyusha Dasgupta, & Souhardya Talukdar.

আফ্রিকান সাফারি - ৫

গোরোঙ্গোরোয় থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থাপনা সিরিঙ্গিটির থেকে অনেকটাই আলাদা। সিরিঙ্গিটির সম্পূর্ণ ব্যবস্থাপনাটাই ছিল প্রকৃতির মাঝে তাঁবুর ভিতর। কিন্তু গোরোঙ্গোরোয় আমরা পেয়েছি পুরোপুরি কলকাতার একটি পাঁচতারা হোটেলের পরিবেশ। ডাইনিং হলটি বেশ বড়। হলে ঢুকেই ডান দিকে পুরো দেওয়াল জুড়ে লম্বা বুফে টেবিল। ও বাঁ দিকে সেলফ-সার্ভিং চা-কফির ব্যবস্থা। সুন্দর কারুকাজ করা টেবিল যুক্ত একটি কাঠের র‍্যাকে রয়েছে প্রায় ১০-১২ রকমের সুগন্ধী চা যেমন ভ্যানিলা ফ্লেভার, তুলসী ফ্লেভার, ল্যাভেণ্ডার, ব্ল্যাকবেরি, মাসাল, মিন্ট ইত্যাদি, দু-তিন রকমের কফি (উল্লেখ্য, একটি ছিল নীলগিরি কফি), জল গরমের জন্য ইলেক্ট্রিক-কেটলি, সুগার কিউব, গুঁড়ো দুধ ইত্যাদি। হলটির বাকি তিন দিকে কাঁচের দেওয়াল বরাবর ডাইনিং টেবিল-চেয়ার পাতা। হলটির একেবারে মাঝে একটি ফায়ার প্লেস। এবং ফায়ার-প্লেসটিকে ঘিরে রয়েছে আটটি লম্বা সোফা। যেখানে বসে কেউ ল্যাপটপে কাজ করছেন, কেউ ম্যাগাজিন উল্টেপাল্টে দেখছেন, কেউ আবার মোবাইলে ব্যস্ত। বুফে-টেবিলে পরিবেশিত রয়েছে অসংখ্য ট্রে। তাতে রয়েছে নানান ধরণের খাবার। পাঁচ-ছয় রকমের স্যুপ - যেমন বিটের স্যুপ, কুমড়োর স্যুপ, লাউয়ের স্যুপ, মিক্সড ভেজিটেবিল স্যুপ ও মাশরুম স্যুপ। এর পরে রয়েছে রকমারি ফল। তরমুজ, আনারস, আম, ফিগ, অ্যাভাগাডো ইত্যাদি। মেইন কোর্সে ফ্রায়েড রাইস, রুটি, তিন-চার রকমের সব্জি, চিকেন, মাটন ও বিফ। এছাড়া ছিল চাটনি, পুডিং, কেক-পেস্ট্রি ও আইসক্রিম। রাতের খাবার সেরে আমরা ঘরে ফিরলাম - তখন রাত দশটা। পরেরদিন আবার যথাসময়ে স্ট্যানলে এসে হাজির। বেরোনোর আগে রিসেপশানের ঠিক পাশে লজের সংগ্রহশালাটিতে ঢুকলাম। সেখানে প্রদর্শিত রয়েছে পশুর মাথার খুলি, কঙ্কাল, চর্ম ও মাসাইদের কিছু শিল্পকর্ম। রয়েছে টেবিল-ক্লথ, শীতের চাদর, সুতির জ্যাকেট ইত্যাদির উপর তেল রঙে আঁকা আফ্রিকার নানান নিদর্শন যেমন পশুপাখির ছবি ও মাসাইদের দৈনন্দিন জীবনযাপনের গল্প। মাসাইদের এই শিল্পকর্মকে বলা হয় টিঙ্গাটিঙ্গা পেন্টিং। এছাড়া ছিল বিভিন্ন ধরণের কাঠের ও পোড়া মাটির অলংকার ও অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী।

গোরোঙ্গোরো গহ্বরের মাঝে 'মাগাদি' দ্বীপ

টিঙ্গা টিঙ্গা পেন্টিং

বেবুন

বুনো মহিষ বা কেপ বাফেলোর দল

আফ্রিকান সাফারি - ৫

সকাল সাড়ে সাতটা নাগাদ রওনা হলাম রাইনো লজ থেকে। আট থেকে দশ মিনিট অগ্রসর হয়ে পৌঁছলাম 'অবতরণের পথ' বা descent road এর মুখে। এই পথটি ধরে প্রবেশ করলাম গোরোঙ্গোরো গহ্বরে। সময় লাগল ১৫ মিনিটের কাছাকাছি। ২০-৩০ লক্ষ বছর আগে একটি আগ্নেয়গিরির থেকে সৃষ্টি হয়েছিল এই গহ্বরটি। ৬১০ মিটার গভীর ও ২৬০ কিমি আয়তনের গহ্বরটি অসংখ্য পশুপাখিদের আস্তানা। গহ্বরের ঠিক মাঝখানে সৃষ্টি হয়েছে একটি হ্রদ। হ্রদটির জলের উৎস বৃষ্টির জল। স্থানীয় মানুষ হ্রদটির নাম দিয়েছে 'মাগাদি' (magadi)। সোয়াহিলি ভাষায় 'মাগাদির' অর্থ নোনতা। হ্রদটির নোনা জলের কারণেই এই নাম 'মাগাদি'। এই হ্রদটিকে কেন্দ্র করেই গোরোঙ্গোরোতে পশুপাখিদের বাস।

গহ্বরে অবতরণ করতেই প্রথম সাক্ষাৎ বেবুনের সাথে। গাছের তলায় বসে দুটি বেবুন। একটি বড়ো বেবুন সম্ভবত তার বাচ্চার লোমের পোকা বেছে দিচ্ছে, ও আরেকটি মুখে গাছের পাতা নিয়ে ছুটছে। বেবুন বানর প্রজাতির একধরণের সর্বভুক প্রাণী। ঘাস, গাছের পাতা, ছোটো প্রাণী যেমন ইঁদুর, বেজি, কাঠবিড়াল তাদের খাদ্য। খাদ্যাভাবে অবশ্য তারা ইম্পালা ও গ্যাজেল মেরেও খায়।

গহ্বরের ভিতরদিকে খানিক অগ্রসর হতেই দেখা গেল অসংখ্য বুনো মোষ চড়ে বেড়াচ্ছে। আর খানিক দূরেই জেব্রার দল। এক মনে ঘাস চিবোচ্ছে। সে এক মনোরম দৃশ্য।

এই গোরোঙ্গোরো গহ্বরে যত পশুপাখি আছে তা সকলেই পরিযায়ী। তারা গহ্বরটির ঢাল ধরে আরোহণ করে ও অবতরণ করে। কেবলমাত্র হাতিদের পক্ষে তা সম্ভব হয় না। সেই কারণেই তারা গাড়ি চলার পথ ধরেই উত্তীর্ণ হয়।

জেব্রার থেকে চোখ সরাতেই দেখা মিলল এক অদ্ভুত সুন্দর পাখির। স্টানলে বলল সেটি গ্রে-ক্রাউন্ড ক্রেন। এটিকে আফ্রিকান ক্রাউন ক্রেনও বলা হয়। মাথার সামনেটা গাঢ় ধূসর বর্ম, মুকুটের মত, তাই নাম গ্রে-ক্রাউন্ড। ও মাথার উপর উজ্জ্বল সোনালী রঙের অনমনীয় পালক। মুকুটের ঠিক নীচে মাথার পিছনে কিছুটা অংশ লাল রঙের ও কণ্ঠ থলিটিও লাল। উচ্চতায় ১ মিটার এই বক পাখিটি উগাণ্ডার জাতীয় পাখি।

এ ছাড়া দেখলাম স্পটেড হায়না, দুজোড়া সিংহ-সিংহী, ওয়াইল্ড বিস্ট, গ্যাজেল ও কালো গন্ডার। হায়না হলো সিংহ ও চিতার খাদ্য। চিতা তার নিজের ওজনের দ্বিগুন ওজন বইতে পারে। সে হায়না শিকার করে তা গাছের উপর নিয়ে চলে যায় সিংহের নাগালের বাইরে। ও গাছের ডালে বসে নিশ্চিন্তে তা উপভোগ করে।

গোরোঙ্গোরো গহ্বরে সিংহের সংখ্যা এখন প্রায় ৬০। সারা বিশ্বের যে কোন অঞ্চলের অনুপাতে সব থেকে বেশী। গ্যাজেলের সংখ্যা প্রায় ৩০০০ ও ওয়াইল্ড বিস্টের সংখ্যা তার দ্বিগুণ। একদা হাতির সংখ্যা ছিল ৩০০-র বেশী। অনধিকারপূর্ব শিকারের ফলে তা কমে এখন ৩০-এ ঠেকেছে। তবে হাতির সংখ্যা বাড়ানোর জন্য বনদপ্তর নানা পরিকল্পনা নিয়েছে।

গন্ডারের প্রজাতির মধ্যে সব থেকে বিরল প্রজাতি হল কালো গন্ডার যার বসবাস গোরোঙ্গোরো গহ্বরে। অপর প্রজাতিটি যা আফ্রিকার অন্যান্য অঞ্চলে দেখতে পাওয়া যায় তা হল সাদা গন্ডার। কালো গন্ডার সাদা গন্ডারের থেকে আকারে অপেক্ষাকৃত ছোট। এদের দুটি শিং থাকে। নাকের ডগায় বড় একটি শিং ও তার আড়ালে ছোটটি। কারো কারো ক্ষেত্রে একটি তৃতীয় শিংও থাকে। সামনের বড়োশিংটি দেড় মিটার পর্যন্ত লম্বা হতে পারে। এই শিংটিকে তারা আত্মরক্ষার কাজে ব্যবহার করে থাকে। তৃণভোজী এই প্রাণীটি কখনো কখনো তার শিংটি গাছের ডাল ভাঙ্গা বা ঘাস উপড়ানোর জন্যই কাজে লাগায়। আমরা যে গন্ডারটিকে দেখলাম স্টানলে বললেন ওর নাম ফাউস্তা। সেটি অসুস্থ প্রায় ছয় মাস। চোখ নষ্ট হয়ে যাওয়ায় হাঁটতে পারে না। ফলে চড়ে বেড়িয়ে নিজের খাবার সংগ্রহ করার ক্ষমতা তার আর নেই। আমাদের সামনেই একটা ম্যাটাডোর ভর্তি সবুজ ঘাস আনা হল ওই গন্ডারটির জন্য। দু-তিন দিন অন্তর নাকি এই ভাবে খাবার সরবরাহ করা হয় বনদপ্তর থেকে। চোখে দেখতে না পাওয়ার ফলে হায়না আক্রমনের অনেক আঘাত তাকে সহ্য করতে হয়েছে যার ক্ষত তার সারা শরীরে বর্তমান। উল্লেখ্য, ৩০ শে ডিসেম্বর ২০১৯, গন্ডারটি মারা যায়। মৃত্যুকালীন তার বয়স হয়েছিল ৫৭ বছর। খবরটি পাই কলকাতায় বসে 'টাইমস্ অফ ইন্ডিয়া' পত্রিকায়। মনটা খুব খারাপ হয়ে যায়। মনে পড়ে গোরোঙ্গোরোয় গন্ডারটির স্থির হয়ে থাকার দৃশ্যটি। ফাউস্তা বিশ্বের সব থেকে বয়স্ক গন্ডার ছিল। তাকে প্রথম চিহ্নিত করেছিলেন ১৯৬৫ সালে দর-এস-সালাম বিশ্ববিদ্যালয়ের এক প্রাণীতত্ত্ববিদ। অসুস্থার কারণে খুব সাম্প্রতিক ফাউস্তাকে নজরবন্দি করা হয়েছিল। (ক্রমশ)

গোরোঙ্গোরো গহ্বরে জেব্রা

গ্রে-ক্রাউন্ড ক্রেন

স্পটেড হায়না

এক জোড়া সিংহ-সিংহী

গ্রে হেরন ও চেস্টনাট-ব্যান্ডেড প্লোভার

শিল্পী সরকার গুপ্ত
সাইন্টিফিক অফিসার, এম.পি.বিড়লা তারামন্ডল

সৃজনী - ২০২০

শীতের আমেজ এখনও কাটেনি, অল্প অল্প শীতের মিষ্টি সন্ধ্যায় রবীন্দ্রসদনে আয়োজন হয়েছিল "**সৃজনী**"-র। সৃজনী মানে অস্থির পৃথিবীতে সুর-ছন্দের মূর্ছনায় নতুন জীবনের প্রতিস্থাপন। আলো-শব্দের মায়াময় প্রেক্ষাপটে প্রায় আড়াইশো ছাত্রীর নৃত্যভঙ্গিমায় ভরে উঠেছিল রবীন্দ্রসদনের মঞ্চ, মুখরিত হয়ে উঠেছিল প্রেক্ষা গৃহ।

ঘড়ির কাঁটা পাঁচটা বাজতে না বাজতেই যুগ্ম অধিকর্তা প্রবাল দত্ত জানালেন ২০২০ র সৃজনী মঞ্চ উপস্থাপনার জন্য প্রস্তুত। তিনি জানালেন নেহরু চিলড্রেনস্ মিউজিয়ামের প্রতিষ্ঠোতা যুগল শ্রীমলের জন্ম শতবর্ষের কথা - একই সঙ্গে তাঁরই গড়া সংগঠন জাতীয় সংস্কৃতি পরিষদ পা দিল পঁচাত্তর তম বর্ষে। সারা বছর ধরে সাজানো হবে তারই নানান কর্মসূচী।

সৃজনীর অনুষ্ঠান ছিল দুটি পর্যায়ে বিভক্ত। প্রথম পর্যায়ে ছিল উচ্চাঙ্গ ও সৃজনমূলক নৃত্যের এক অপূর্ব মেলবন্ধন। "আমাদের ছুটি ছুটি"র সঙ্গে সরস্বতী বন্দনা, সোহাগ চাঁদ বদনীর সঙ্গে দেবস্তুতি - গোটা অনুষ্ঠানটিই ছিল এমনইভাবে নানান ফুলে গাঁথা। উত্তীয় জানার আলো, হাসি পাঞ্চালের শব্দ প্রক্ষেপণ এবং সঞ্জয় সরকারের সাজসজ্জায় রবীন্দ্র সদন যেন হয়ে উঠেছিল ফুলের বাগান। আর সেই ফুলের বাগানের মালীরা ছিলেন আমাদের শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দ।

দ্বিতীয় পর্যায়ের অনুষ্ঠান ছিল মূলত লোকনৃত্য নির্ভর। "কালো জলে কুচলা থেকে" সাঁওতালী মারাং বুরু- বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যের অভাব ছিল না। শেষ দুটি নৃত্য ছিল সম্মেলক যেখানে ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে শিক্ষক-শিক্ষিকারাও অংশগ্রহণ করেন।

সামগ্রিক অনুষ্ঠানটি পরিচালনায় ছিলেন শুভাশীষ দত্ত, ঋতুপর্ণা নন্দী, অনির্বান ঘোষ, জয়তী চ্যাটার্জ্জী, তথাগত মন্ডল, সুস্মিতা পাল, সুস্মিতা দে, নীতা চক্রবর্তী, সুপর্না কাসুন্দি, জয়া সাহা, পায়েল বটব্যাল, স্বর্ণাভ সেন, তানিয়া সাহা, বলাকা সরকার, এবং সঞ্চালনায় ছিলেন শিখা মুখার্জ্জী ও প্রণামী বসাক।

সৃজনী ২০২০

সৃজনী ২০২০

সৃজনী ২০২০

Editor : Prabal Dutta, Associate Editor : Indrani Sengupta, Published by Indrani Sengupta on behalf of National Cultural Association and printed at Display Printers Pvt. Ltd. 16/3 Gariahat Road, Kolkata 700 019.
Contact : 94/1 Chowringhee Road, Kolkata - 700 020, E-mail : nehrumuseum1972@gmail.com